করেছি আর জানতেও পেরেছি যে, আপনিই ঈশ্বরের সেই পবিত্র-
জন।"
৭০ তখন যীশু তাঁদের বললেন, "আমি তোমাদের বারোজনকে
কি বেছে নিই নি? অথচ তোমাদেরই মধ্যে একজন আছে, সে শয়তানের
৭১ দাস।" এখানে যীশু শিমোন ইস্কারিয়োতের ছেলে যিহূদার কথা
বলছিলেন, কারণ যদিও সে সেই বারোজনের মধ্যে একজন ছিল,
তবুও সে-ই পরে যীশুকে ধরিয়ে দিয়েছিল।

ভাইদের অবিশ্বাস

৭ এর পর যীশু গালীল প্রদেশের মধ্যেই চলাফেরা করতে লাগ-
লেন। যিহূদী নেতারা তাঁকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন বলে তিনি
যিহূদিয়া প্রদেশে চলাফেরা বন্ধ করে দিলেন।
২ তখন যিহূদীদের কুঁড়ে ঘরের পর্বের সময় প্রায় হয়ে এসেছিল।
৩ এই জন্য যীশুর ভাইয়েরা তাঁকে বললেন,"এই জায়গা ছেড়ে যিহূ-
দিয়াতে চলে যাও, যেন তুমি যে সব কাজ করছ তোমার শিষ্যেরা তা
৪ দেখতে পায়। যদি কেউ চায় লোকে তাকে জানুক, তবে সে গোপনে
কিছু করে না। তুমি যখন এই সব কাজ করছ তখন জগতের সামনে
৫ নিজেকে দেখাও।" যীশুর ভাইয়েরাও যীশুর উপর বিশ্বাস করতেন
না।
৬ এতে যীশু তাঁদের বললেন, "আমার সময় এখনও হয়নি, কিন্তু
৭ তোমাদের তো অসময় বলে কিছু নেই। জগৎ তোমাদের ঘৃণা করতে
পারে না কিন্তু আমাকেই ঘৃণা করে, কারণ আমি জগতের বিষয়ে এই
৮ সাক্ষ্য দিই যে, জগতের সব কাজই মন্দ। তোমরাই পর্বে যাও।
৯ আমার সময় এখনও পূর্ণ হয়নি বলে আমি যাব না।" এই
সব কথা বলে যীশু গালীলেই থেকে গেলেন।
১০ কিন্তু তাঁর ভাইয়েরা পর্বে চলে যাবার পর তিনিও সেখানে
গেলেন; তবে খোলাখুলি ভাবে গেলেন না, গোপনে গেলেন।
১১ পর্বের সময়ে যিহূদী নেতারা যীশুর খোঁজ করতে লাগলেন এবং
বলতে লাগলেন, "সেই লোকটা কোথায়?"
১২ ভীড়ের মধ্যে লোকেরা যীশুর বিষয়ে নিজেদের মধ্যে অনেক কথা
বলাবলি করতে লাগল। কেউ কেউ বলল, "তিনি ভাল লোক।"

আবার কেউ কেউ বলল "না, সে লোকদের ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে।
১৩ কিন্তু যিহূদী নেতাদের ভয়ে খোলাখুলিভাবে কেউই তাঁর বিষয়ে
কিছু বলল না।

কুঁড়ে ঘরের পর্বের সময়ে প্রভু যীশুর উপদেশ

১৪ সেই পর্বের মাঝামাঝি সময়ে যীশু উপাসনা-ঘরে গিয়ে শিক্ষা
দিতে আরম্ভ করলেন। এতে যিহূদী নেতারা আশ্চর্য হয়ে বললেন,
১৫ "এই লোকটি কোন শিক্ষা লাভ না করে কি ভাবে ধর্ম-শিক্ষা সম্বন্ধে
জানে?"
১৬ উত্তরে যীশু তাঁদের বললেন, "আমি যে শিক্ষা দিই তা আমার
১৭ নিজের নয়, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই। যদি কেউ তাঁর
ইচ্ছা পালন করতে চায় তবে সে বুঝতে পারবে যে, এই শিক্ষা
১৮ ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে, না আমি নিজ থেকে বলছি। যে নিজ
থেকে কথা বলে সে তার নিজের প্রশংসারই চেষ্টা করে, কিন্তু যিনি
পাঠিয়েছেন, কেউ যদি তাঁরই প্রশংসার চেষ্টা করে, তবে সে সত্যবাদী
১৯ এবং তার মনে কোন ছলনা নেই। মোশি কি আপনাদের আইন-কানুন
দেন নি? কিন্তু আপনাদের মধ্যে কেউই সেই আইন-কানুন পালন
করেন না। তবে কেন আপনারা আমাকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করছেন?"
২০ লোকেরা উত্তর দিল, "তোমাকে ভূতে পেয়েছে; কে তোমাকে মেরে
ফেলতে চেষ্টা করছে?"
২১ যীশু তাদের বললেন,"আমি একটা কাজ করেছি বলে আপনারা
২২ সবাই আবাক হচ্ছেন। মোশি আপনাদের সুন্নত করবার নিয়ম দিয়ে-
ছেন, আর সেই সুন্নত আপনারা বিশ্রামবারেও করিয়ে থাকেন। আবশ্য
এই নিয়ম মোশির কাছ থেকে আসেনি, পূর্বপুরুষদের কাছ থেকেই
২৩ এসেছে। বেশ ভাল, মোশির নিয়ম না ভাংবার জন্য যদি বিশ্রামবারেও
ছেলেদের সুন্নত করানো যায়, তবে আমি বিশ্রামবারে একটি মানুষকে
সম্পূর্ণভাবে সুস্থ করেছি বলে আপনারা আমার উপর রাগ করছেন
২৪ কেন? বাইরের চেহারা দেখে বিচার না করে বরং ন্যায় বিচার করুন।"
২৫ তখন যিরূশালেমের কয়েকজন লোক বলল,"যাকে নেতারা মেরে
২৬ ফেলতে চান, এ কি সেই লোক নয়? কিন্তু সে তো খোলাখুলিভাবে
কথা বলছে অথচ নেতারা কেউ তাকে কিছুই বলছেন না। তাহলে
২৭ সত্যিই কি তাঁরা জানতে পেরেছেন যে, এই লোকটিই মশীহ? তবে

আমরা তো জানি এ কোথা থেকে এসেছে। কিন্তু মশীহ্ যখন
আসবেন, তখন কেউ জানবে না তিনি কোথা থেকে এসেছেন।"
২৮ তারপর যীশু উপাসনা-ঘরে শিক্ষা দেবার সময় জোরে জোরেই
বললেন, "আপনারা আমাকেও জানেন, আর আমি কোথা থেকে
এসেছি তাও জানেন। আমি নিজে থেকে আসিনি, কিন্তু যিনি
২৯ আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি সত্য। তাঁকে আপনারা জানেন না কিন্তু
আমি জানি, কারণ আমি তাঁরই কাছ থেকে এসেছি, আর তিনিই
আমাকে পাঠিয়েছেন।"
৩০ এতে সেই লোকেরা যীশুকে ধরতে চাইল, কিন্তু তখনও তাঁর
৩১ সময় হয়নি বলে কেউ তাঁর গায়ে হাত দিল না। কিন্তু লোকদের
মধ্যে অনেকে যীশুর উপর বিশ্বাস করে বলল, "ইনি তো অনেক
আশ্চর্য কাজ করেছেন। মশীহ্ এসে কি তার চেয়ে ও বেশী আশ্চর্য
কাজ করবেন?"
৩২ লোকেরা যে যীশুর সম্বন্ধে এই সব কথা বলাবলি করছে তা
ফরীশীরা শুনতে পেলেন। তখন প্রধান পুরোহিতেরা ও ফরীশীরা
৩৩ যীশুকে ধরার জন্য কয়েকজন কর্মচারী পাঠিয়ে দিলেন। যীশু
বললেন, "আমি আর বেশী দিন আপনাদের মধ্যে নেই। তারপর
৩৪ যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, আমি তাঁর কাছে চলে যাব। আপনারা
আমাকে খুঁজবেন কিন্তু পাবেন না, আর আমি যেখানে থাকব
আপনারা সেখানে আসতেও পারবেন না।"
৩৫ যীশুর এই কথাতে যিহূদী নেতারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি
করতে লাগলেন, "এই লোকটা কোথায় যাবে যে, আমরা তাকে খুঁজে
পাব না? অযিহূদীদের মধ্যে যে যিহূদীরা ছড়িয়ে রয়েছে, সে কি
৩৬ সেখানে গিয়ে অযিহূদীদের শিক্ষা দেবে? সে যে বলল, 'আপনারা
আমাকে খুঁজবেন কিন্তু পাবেন না, আর আমি যেখানে থাকব
আপনারা সেখানে আসতেও পারবেন না,' এই কথার মানে কি?"
৩৭ পর্বের শেষের দিনটাই ছিল বিশেষ দিন। সেই দিন যীশু
দাঁড়িয়ে জোরে জোরে বললেন,"কারও যদি পিপাসা পায়, তবে সে
৩৮ আমার কাছে এসে জল খেয়ে যাক্। যে আমার উপর বিশ্বাস করে,
পবিত্র শাস্ত্রের কথামত তার অন্তর থেকে জীবন্ত জলের নদী বইতে
থাকবে।"

৩৯ যীশুর উপর বিশ্বাস করে যারা পবিত্র আত্মাকে পাবে সেই পবিত্র আত্মার বিষয়ে যীশু এই কথা বললেন। যীশুর মহিমা তখনও প্রকাশিত হয়নি বলে পবিত্র আত্মাকে তখনও দেওয়া হয়নি।

লোকদের মধ্যে মতের অমিল

৪০ এই সব কথা শুনে লোকদের মধ্যে কয়েকজন বলল, "সত্যিই ইনিই সেই নবী।"

৪১ অন্যেরা বলল, "ইনিই মশীহ।"

কিন্তু কেউ কেউ বলল, "মশীহ কি গালীল প্রদেশ থেকে আস-
৪২ বেন? পবিত্র শাস্ত্রে কি বলেনি, দায়ূদ যে গ্রামে থাকতেন সেই বৈৎলেহমে এবং তাঁরই বংশে মশীহ জন্মগ্রহণ করবেন?"

৪৩ এই ভাবে যীশুকে নিয়ে লোকদের মধ্যে একটা মতের অমিল
৪৪ দেখা দিল। কয়েকজন যীশুকে ধরতে চাইল, কিন্তু কেউই তাঁর গায়ে হাত দিল না।

৪৫ যে কর্মচারীদের পাঠানো হয়েছিল তারা প্রধান পুরোহিতদের ও ফরীশীদের কাছে ফিরে আসল। তখন তাঁরা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তাকে আননি কেন?"

৪৬ সেই কর্মচারীরা বলল, "লোকটা যে ভাবে কথা বলে সে ভাবে আর কেউ কখনও কথা বলেনি।"

৪৭ এতে ফরীশীরা সেই কর্মচারীদের বললেন, "তোমরাও কি ঠকে
৪৮ গেলে? নেতাদের মধ্যে বা ফরীশীদের মধ্যে কেউ কি তার উপর
৪৯ বিশ্বাস করেছে? মোটেই না। কিন্তু এই যে সাধারণ লোকেরা, এরা তো মোশির আইন – কানুন জানে না; এদের উপর অভিশাপ রয়েছে।"

৫০ নীকদীম, যিনি আগে যীশুর কাছে গিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন
৫১ এই সব ফরীশীদের মধ্যে একজন। তিনি বললেন, "কারও মুখের কথা না শুনে এবং সে কি করছে তা না জেনে, কাউকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা কি আমাদের আইন–কানুনে রয়েছে?"

৫২ ফরীশীরা নীকদীমকে উত্তর দিলেন, "তুমিও কি গালীলের লোক? পবিত্র শাস্ত্রে খুঁজে দেখ, গালীলে কোন নবীর জন্মগ্রহণ করবার কথা নেই।"

ব্যভিচারী স্ত্রীলোকের বিচার

৮ এর পরে লোকেরা প্রত্যেকে যে যার বাড়ীতে চলে গেল, কিন্তু
২ যীশু জৈতুন পাহাড়ে গেলেন। পরের দিন খুব সকালে যীশু
আবার উপাসনা-ঘরে গেলে পর সমস্ত লোক তাঁর কাছে আসল।
৩ তখন যীশু বসে তাদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। এমন সময় ধর্ম-
শিক্ষক ও ফরীশীরা একজন স্ত্রীলোককে যীশুর কাছে নিয়ে আস-
লেন। স্ত্রীলোকটি ব্যভিচারে ধরা পরেছিল। ধর্ম-শিক্ষক ও ফরীশীরা
৪ সেই স্ত্রী লোকটিকে মাঝখানে দাঁড় করিয়ে যীশুকে বললেন, "গুরু,
৫ এই স্ত্রীলোকটি ব্যভিচারে ধরা পড়েছে। আইন-কানুনে মোশি এই
রকম স্ত্রীলোকদের পাথর ছুড়ে মেরে ফেলতে আমাদের আদেশ
দিয়েছেন। কিন্তু আপনি কি বলেন?"
৬ তাঁরা যীশুকে পরীক্ষা করবার জন্যই এই কথা বললেন, যাতে
তাঁকে দোষ দেবার একটা কারণ তাঁরা খুঁজে পান। তখন যীশু নীচু
৭ হয়ে আংগুল দিয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন। কিন্তু তাঁরা যখন
কথাটা বারবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন তখন তিনি উঠে
তাঁদের বললেন,"আপনাদের মধ্যে যিনি কোন পাপ করেননি, তিনিই
৮ প্রথমে ওকে পাথর মারুন।" এর পরে তিনি নীচু হয়ে আবার মাটিতে
লিখতে লাগলেন।
৯ এই কথা শুনে সেই ধর্ম-নেতাদের মধ্যে বুড়ো লোক থেকে
আরম্ভ করে একে একে সবাই চলে গেলেন। যীশু কেবল একা রই-
১০ লেন আর সেই স্ত্রীলোকটি মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল। যীশু উঠে সেই
স্ত্রীলোকটিকে বললেন, "তাঁরা কোথায়? কেউ কি তোমাকে শাস্তির
উপযুক্ত মনে করেননি?"
১১ স্ত্রীলোকটি উত্তর দিল, "না কেউ করেন নি।"
তখন যীশু বললেন, "আমিও করি না। আচ্ছা যাও, পাপে
জীবন আর কাটায়ো না।"

প্রভু যীশু জগতের আলো

১২ এর পরে যীশু আবার লোকদের বললেন,"আমিই জগতের
আলো। যে আমার পথে চলে সে কখনও অন্ধকারে পা ফেলবে না,
বরং জীবনের আলো পাবে।"

১৩ এতে ফরীশীরা যীশুকে বললেন,"তোমার সাক্ষ্য সত্যি নয়, কারণ
তুমি নিজের পক্ষে নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছ।"
১৪ যীশু তাঁদের উত্তর দিলেন, "যদিও আমি নিজের পক্ষে নিজে
সাক্ষ্য দিই, তবুও আমার সাক্ষ্য সত্যি ; কারণ আমি কোথা থেকে
এসেছি আর কোথায় যাচ্ছি তা আমি জানি। কিন্তু আমি কোথা থেকে
১৫ এসেছি আর কোথায় যাচ্ছি তা আপনারা জানেন না। মানুষ যেভাবে
বিচার করে আপনারা সেই ভাবে বিচার করে থাকেন, কিন্তু আমি
১৬ কারও বিচার করি না। কিন্তু যদি আমি কখনও বিচার করি
তবে আমার সেই বিচার সত্যি, কারণ আমি একা নই। আমি তো
আছিই আর যে পিতা আমাকে পাঠিয়েছেন তিনিও আমার সংগে
১৭ আছেন। আপনাদের আইন-কানুনে লেখা আছে, দু'জন যদি একই
১৮ সাক্ষ্য দেয় তবে তা সত্যি। আমিই আমার নিজের পক্ষে সাক্ষ্য দিই,
আর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সেই পিতাও আমার পক্ষে সাক্ষ্য
দেন।"
১৯ ফরীশীরা তাঁকে বললেন,"তোমার পিতা কোথায়?"
যীশু উত্তর দিলেন, "আপনারা আমাকেও জানেন না আর আমার
পিতাকেও জানেন না। যদি আমাকে জানতেন তবে আমার পিতাকেও
জানতেন।"
২০ উপাসনা-ঘরে দান দেবার জায়গায় শিক্ষা দেবার সময়ে যীশু এই
সব কথা বললেন। কিন্তু তখনও তাঁর সময় হয়নি বলে কেউই তাঁকে
ধরল না।

নিজের মৃত্যুর বিষয়ে প্রভু যীশু

২১ যীশু আবার ফরীশীদের বললেন,"আমি চলে যাচ্ছি। আপনারা
আমাকে খুঁজবেন, কিন্তু আপনারা আপনাদের পাপের মধ্যে মরবেন।
আমি যেখানে যাচ্ছি আপনারা সেখানে আসতে পারবেন না।"
২২ তখন যিহুদী নেতারা বললেন, "সে নিজেকে মেরে ফেলবে
নাকি? কারণ সে বলছে, 'আমি যেখানে যাচ্ছি আপনারা সেখানে
আসতে পারবেন না।' "
২৩ যীশু তাঁদের বললেন, "আমি উপর থেকে এসেছি আর আপনারা
নীচ থেকে এসেছেন। আপনারা এই জগতের, কিন্তু আমি এই জগতের

২৪ নই। তাই আমি আপনাদের বলছি, আপনারা আপনাদের পাপের মধ্যে মরবেন। যদি আপনারা বিশ্বাস না করেন যে, আমিই সেই, তবে আপনাদের পাপের মধ্যেই আপনারা মরবেন।"

২৫ এতে নেতারা যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কে?"

যীশু তাঁদের বললেন, "প্রথম থেকে আমি আপনাদের যা বলছি
২৬ আমি তা-ই। আপনাদের সম্বন্ধে বলবার আর বিচার করে দেখবার আমার অনেক কিছুই আছে। কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর মধ্যে মিথ্যা নেই; আমি তাঁর কাছে যা শুনেছি তা-ই মানুষকে বলি।"

২৭ তাঁরা বুঝলেন না যীশু পিতার বিষয়েই তাঁদের কাছে বলছিলেন।
২৮ এই জন্য যীশু বললেন, "যখন আপনারা মনুষ্যপুত্রকে উঁচুতে তুল-বেন তখন বুঝতে পারবেন যে, আমি সেই। আর এও বুঝতে পারবেন যে, আমি নিজে থেকে কোন কিছুই করি না, বরং পিতা
২৯ আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছেন আমি সেই সব কথাই বলি। যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনিই আমার সংগে আছেন। তিনি আমাকে একা ছেড়ে দেন নি, কারণ যে কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন আমি সব সময়
৩০ সেই কাজই করি।" যীশু যখন এই সব কথা বলছিলেন তখন অনে-কেই তাঁর উপর বিশ্বাস করল।

প্রভু যীশুর বিরুদ্ধে যিহূদীরা

৩১ যে যিহূদীরা তাঁকে বিশ্বাস করেছিল যীশু তাদের বললেন, "আমার কথামত যদি আপনারা চলেন, তবে সত্যিই আপনারা আমার
৩২ শিষ্য। তাছাড়া আপনারা সত্যকে জানতে পারবেন, আর সেই সত্যই আপনাদের মুক্ত করবে।"

৩৩ যিহূদী নেতারা তখন যীশুকে বললেন, "আমরা অব্রাহামের বংশ; আমরা কখনও কারও দাস হইনি। আপনি কি করে বলছেন যে, আমাদের মুক্ত করা হবে?"

৩৪ যীশু তাঁদের এই উত্তর দিলেন, "আমি সত্যিই আপনাদের
৩৫ বলছি, যারা পাপে পড়ে থাকে তারা সবাই পাপের দাস। দাস চির-
৩৬ দিন বাড়ীতে থাকে না, কিন্তু পুত্র চিরকাল থাকে। তাই ঈশ্বরের পুত্র যদি আপনাদের মুক্ত করেন, তবে আপনারা মুক্ত হবেন।

৩৭ আমি জানি আপনারা অব্রাহামের বংশ, কিন্তু তবুও আপনারা
আমাকে মেরে ফেলতে চাইছেন, কারণ আমার কথা আপনাদের অন্তরে
৩৮ কোন স্থান পায় না। আমি আমার পিতার কাছে যা দেখেছি সেই
বিষয়েই বলি, আর আপনারা আপনাদের পিতার কাছ থেকে যা
শুনছেন তা–ই করে থাকেন।"

৩৯ এতে সেই যিহূদী নেতারা যীশুকে বললেন, "অব্রাহামই
আমাদের পিতা।"

যীশু তাঁদের বললেন,"যদি আপনারা অব্রাহামের সন্তান হতেন,
৪০ তবে অব্রাহামের মতই কাজ করতেন। ঈশ্বরের কাছ থেকে যে সত্য
আমি জেনেছি তা–ই আপনাদের বলেছি, আর তবুও আপনারা
আমাকে মেরে ফেলতে চাইছেন; কিন্তু অব্রাহাম এরকম করেননি।
৪১ আপনাদের পিতা যা করে আপনারা তা–ই করছেন। "

তাঁরা যীশুকে বললেন, "আমরা জারজ নই। আমাদের একজনই
পিতা আছেন, সেই পিতা হলেন ঈশ্বর।"

৪২ যীশু তাঁদের বললেন, "সত্যিই যদি ঈশ্বর আপনাদের পিতা
হতেন তবে আপনারা আমাকে ভালবাসতেন, কারণ আমি ঈশ্বর থেকে
বের হয়ে এসেছি। আমি নিজে থেকে আসিনি, কিন্তু তিনিই আমাকে
৪৩ পাঠিয়েছেন। কেন আপনারা আমার কথা বোঝেন না? তার কারণ এই
৪৪ যে, আপনারা আমার কথা সহ্য করতে পারেন না। শয়তানই আপনা–
দের পিতা আর আপনারা তারই সন্তান; সেই জন্য আপনারা তার
ইচ্ছা পূর্ণ করতে চান। শয়তান প্রথম থেকেই খুনী। সে কখনও
সত্যে বাস করেনি, কারণ তার মধ্যে সত্য নেই। সে যখন মিথ্যা কথা
বলে তখন সে তা নিজ থেকেই বলে, কারণ সে মিথ্যাবাদী আর সমস্ত
৪৫ মিথ্যার জন্ম তার মধ্য থেকেই হয়েছে। কিন্তু আমি সত্যি কথা বলি,
৪৬ আর তাই আপনারা আমাকে বিশ্বাস করেন না। আপনাদের মধ্যে কে
আমাকে পাপী বলে প্রমাণ করতে পারেন? যদি আমি সত্যি কথাই
৪৭ বলি, তবে কেন আপনারা আমাকে বিশ্বাস করেন না? যে ঈশ্বরের
সে ঈশ্বরের কথা শোনে। আপনারা ঈশ্বরের নন বলে ঈশ্বরের কথা
শোনেন না।"

৪৮ তখন যিহূদী নেতারা যীশুকে বললেন, "আমরা কি ঠিক বলিনি
যে, তুমি একজন শমরীয়, আর তোমাকে ভূতে পেয়েছে?"

৪৯ উত্তরে যীশু বললেন, "আমাকে ভূতে পায়নি। আমি আমার
পিতাকে সম্মান করি, কিন্তু আপনারা আমাকে অসম্মান করেন।
৫০ আমি আমার নিজের প্রশংসার চেষ্টা করি না, কিন্তু একজন
আছেন যিনি আমাকে সম্মান দান করেন, আর তিনিই বিচারকর্তা।
৫১ আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, যদি কেউ আমার কথার বাধ্য হয়ে
চলে, তবে সে কখনও মরবে না।"
৫২ যিহূদী নেতারা তাঁকে বললেন, "এবার আমরা সত্যি বুঝলাম
যে, তোমাকে ভূতেই পেয়েছে। অব্রাহাম ও নবীরা মারা গেছেন, আর
তুমি বলছ, 'যদি কেউ আমার কথার বাধ্য হয়ে চলে সে কখনও মরবে
৫৩ না।' তুমি কি পিতা আব্রাহাম থেকেও বড়? তিনি তো মারা গেছেন
এবং নবীরাও মারা গেছেন। তুমি নিজেকে কি মনে কর?"
৫৪ উত্তরে যীশু বললেন, "যদি আমি নিজের প্রশংসা নিজেই করি
তবে তার কোন দাম নেই। আমার পিতা, যাঁকে আপনারা আপনাদের
৫৫ ঈশ্বর বলে দাবী করেন, তিনিই আমাকে সম্মান দান করেন। আপ-
নারা কখনও তাঁকে জানেননি, কিন্তু আমি তাঁকে জানি। যদি আমি
বলি আমি তাঁকে জানি না, তবে আপনাদেরই মত আমি মিথ্যাবাদী
হব। কিন্তু আমি তাঁকে জানি এবং কথার বাধ্য হয়ে চলি।
৫৬ আপনাদের পিতা অব্রাহাম আমারই দিন দেখবার আশায় আনন্দ
করেছিলেন। তিনি তা দেখেছিলেন আর খুশীও হয়েছিলেন।"
৫৭ যিহূদী নেতারা যীশুকে বললেন,"তোমার বয়স এখনও পঞ্চাশ
বছর হয়নি, আর তুমি কি অব্রাহামকে দেখেছে?"
৫৮ যীশু তাঁদের বললেন, "আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, অব্রা-
৫৯ হাম জন্মগ্রহণ করবার আগে থেকেই আমি আছি।" এই কথা শুনে
সেই নেতারাই যীশুকে মারবার জন্য পাথর কুড়িয়ে নিলেন। কিন্তু
যীশু গোপনে উপাসনা-ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

অন্ধ লোকটি দেখতে পেল

৯ পথ দিয়ে যাবার সময় যীশু একজন অন্ধ লোককে দেখতে
২ পেলেন। সে জন্ম থেকেই অন্ধ ছিল। তখন শিষ্যেরা যীশুকে
জিজ্ঞাসা করলেন, "গুরু, পার পাপে এই লোকটি অন্ধ হয়ে
জন্মেছে? তার নিজের, না তার মা-বাবার?"